ক্রমিক নং-১

“মুমিনুন্নিসা সরকারী মহিলা কলেজ"

নামঃ কানিজ ফাতেমা মুন

শ্রেণীঃ একাদশ

বিভাগঃ বিজ্ঞান

শাখাঃ (ক)

রোলঃ ৩৩

২০১২-২০৩১ সালে ময়মনসিংহ শহরকে কেমন দেখতে চাই।

"শিরোনামঃ ২০১২-২০৩১ সাল পর্যন্ত মংমনসিংহ শহরকে কিভাবে দেখতে চাই।"

ময়মনসিংহ শহর সকলের নিকট অতি পরিচিত একটি শহর। এটি ঢাকা বিভাগের অর্ন্তগত একটি অন্যতম জেলা। যার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বক্ষপুত্র নদী। ময়মনসিংহ জেলায় বর্তমানে প্রায় ৩৩০,১২৬ জন লোক বসবাস করে। এটি ১লা মে ১৭৮৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা স্থাপিত হয়। ময়মনসিংহ শহরের ২২০ বছরের বেশি পুরানো মূল্যবান ইতিহাস ও সংস্কৃতি রয়েছে। সর্ব প্রথম বেগুনবাড়ি এর কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। কিন্তু যখন বেগুনবাড়ি বন্যায় প্লাবিত হয় তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তা ময়মনসিংহ এ স্থানান্তরিত করা হয়। পূর্বে ময়মনসিংহ নাসিরাবাদ নামেও পরিচিত ছিল। ময়মনসিংহ নামটি পূর্বের মোমেনশাহী নাম থেকে উদ্ভুত। মোমেনশাহী নামটি একজন শাসক মোমেনশাহ্ এর নাম থেকে সৃষ্ট। ১৯৯৬ সালে টাঙ্গাইলে মোমেনশাহী ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষার দিক থেকে এটি সারা বাংলাদেশে সুপরিচিত। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ মুমিনুন্নিসা সরকারী মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজ প্রভৃতি শিক্ষার ক্ষেত্রে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ, বিদ্যাময়ী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মুমিনুন্নিসা সরকারী মহিলা কলেজ সারাদেশে নারীশিক্ষার প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। এটি ঢাকা থেকে ১২০ কিঃ মিঃ উত্তরে অবস্থিত। অনেক নারী এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সুশিক্ষিত হয়ে দেশের সেবায় নিয়োজিত হচ্ছে। এমনই একজন হলেন প্রথম মহিলা বিচারপতি, বিচারপতি নাজমুল আরা সুলতানা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ময়মনসিংহ ১১ নম্বর সেক্টেরের অধীনে ছিল। এটি ১৯৭১ এর ২৩ এপ্রিল থেকে সেনাবাহিনী শাসক মুক্ত হয়। পাকিস্থানী সৈন্যরা ১০ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ ত্যাগ করে এবং ১১ ডিসেম্বর মুক্তি বাহিনীর কার্যক্রম বন্ধ হয়। ময়মনসিংহ শহর পুরোপুরিভাবে বক্ষপুত্র নদ দ্বারা পরিবেষ্টিত যা উত্তরে প্রবাহিত হচ্ছে। ময়মনসিংহ শহর পাট শিল্পের জন্য বিখ্যাত যা বাংলাদেশের সোনালী আঁশ হিসেবে পরিচিত। স্থানীয় এবং বৈদেশিক বাজারে মাছের ব্যাপক চাহিদা মাছ ব্যবসাহী এবং জেলেদের জন্য এক চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। মাছ চাষ এখন ময়মনসিংহের অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা রাখছে। ময়মনসিংহ শহরের দূর্গাবাড়ি রোড, মহারাজা রোড ঐতিজ্যবাহী জায়গা। এ সকল জায়গায় বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী জিনিস পাওয়া যায়। তাছাড়া গাঙিনাপাড়া, বড় বাজার, ছোট বাজার, মেছুয়া বাজার প্রভৃতি নানা রকম জিনিসপত্র এর জন্য বিখ্যাত। জিলাপি পট্টি নামে জায়গাটি ঐতিহ্যবাহী জিলাপির জন্য বিখ্যাত। নতুন বাজার থেকে রেলওয়ে ষ্টেশন পর্যন্ত রাস্তাটি বিভিন্ন দোকান পাট ও শপিং কমপ্লেক্স এর জন্য সবসময় সরগরম হয়ে থাকে। বিভিন্ন পুরানো বাড়ি এবং জায়গা অপরাধ এর জন্য বিখ্যাত। এসকল জায়গায় নানা রকম অনৈতিক কার্যক্রম সংঘটিত হয়। ময়মনসিংহ শহর একটি জনবহুল ও ব্যস্ত শহর। প্রতিদিন রাস্তাঘাট, দোকানপাট এসব জায়গা লোকের ভিড় লেগেই থাকে। বর্তমানে ময়মনসিংহ শহরের জানজট ব্যাপক আকার ধারন করেছে। শহরের রাস্তাঘাটে প্রতিনিয়ত ঘটছে ছোট বড় দুঘটনা। জানজটের কানণে রাস্তায় চলাফেরা করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এ অবস্থা আরও ব্যাপক। পর্যাপ্ত ট্রাফিক পুলিশ ও স্বনিয়ন্ত্রিত ট্রাফিক ব্যবস্থা না থাকায় চালকরা অবাদে নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করে গাড়ি চালাচ্ছে। ফলে ঘটছে দূর্ঘটনা। শহরের শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যাপ্ত হলেও বর্তমানে সারাদেশে যে প্রতিযোগীতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে তাতে এর আরও উন্নতি সাধন করতে হবে। তা না হলে সারাদেশের সাথে প্রতিযোগীতায় আমরা পিছিয়ে পড়ব। বর্তমানে সারাদেশে সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতি চালু হয়েছে। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আর তারই অংশ হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা আদান করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এ ময়মনসিংহ শহরের খুব কম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন জ্ঞান অর্জনের জন্যও বাস্তবমুখী শিক্ষা গ্রহণের জন্য আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার অপরিহার্য। ময়মনসিংহ শহরের সাথে অন্যান্য জেলা ও উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বর্তমানে বেহাল দশা যেখানে প্রতিদিনই ঘটছে দূর্ঘটনা। ময়মনসিংহ শহরের পুরানো

ঐতিহ্য নকশীকাথাঁ, ময়মনসিংহ গীতিকা ইত্যাদি হারিয়ে যাচ্ছে পর্যাপ্ত সংরক্ষণের অভাবে। এক সময় যে ময়মনসিংহ ছিল ঐতিহ্য আর ইতিহাসে পরিপূর্ণ ধীরে ধীরে তা কালের স্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে। এগুলোর সংরক্ষণ না করলে বাঙ্গালী তাদের অনেক মূল্যবান ইতিহাস ও ঐতিহ্য হারাবে। শহরের লোক সংখ্যার তুলনায় তাদের জন্য পর্যাপ্ত বিনোদন কেন্দ্রের অভাব রয়েছে। যেমনঃ পার্ক, সিনেপ্লেক্স, উন্নত মানের হোটেল ও রেস্তোরা, পিকনিক স্পট ইত্যাদি। এদের মধ্যে কিছু থাকলেও তাদের পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও নিয়মনীতি নির্ধারনের জন্য কেউ না থাকায় সেগুলো আজও সকলের নিকট জনপ্রিয় বিনোদন কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া এ শহরে প্রায়শই রাস্তাঘাটে চাঁদাবাজি, ছিনতাই, ইভটিজিং প্রভৃতি অপরাধ সংঘটিত হয়। হয়রানি হতে হয় অনেক মানুষকে। বিভিন্ন সময়ে এ শহরে নানা রকম রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যার ফলে দৈনন্দিন জীবনে বিঘ্ন ঘটে। এইসব সমস্য দূর করার জন্য সকলকে একত্রে কাজ করতে হবে। ২০১৩-২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরকেও সারা বাংলাদেশের ন্যায় ডিজিটাল রূপে দেখতে চাই। শহরের শিক্ষা, যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধুনিক ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির ব্যবহার চাই। প্রতিটি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্টানে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ল্যাপটপ চাই। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও উন্নতি করার জন্য শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বাস্তবমূখী শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড প্রভৃতিতে উৎসাহী করে তুলতে হবে। যাতে বিশ্বের দরবারে তারা সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে সুপরিচিত হতে পারে। ময়মনসিংহ শহরের জানজট ব্যবস্থার উন্নতি চাই। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পর্যাপ্ত ও সুপ্রশিক্ষিত ট্রাফিক পুলিশ চাই। ট্রাফিক আইনের সঠিক প্রয়োগ চাই। রাস্তাঘাটের সংস্কার চাই, পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, গ্যাস ও পানির সরবরাহ চাই। বিদ্যুৎ যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেই বিদ্যুতের পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ চাই। শহরের বিনোদন ব্যবস্থার উন্নতি চাই। বিনোদন কেন্দ্রগুলোর সংরক্ষণ ও সুনিয়ন্ত্রণ এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা চাই। শহরের ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোর সংরক্ষণ চাই। যেসব ঐতিহ্য ও ইতিহাস হারিয়ে যাবার পথে সেসব সংরক্ষণ চাই। ময়মনসিংহের ঐতিহ্যকে সারা বাংলাদেশের সামনে তুলে ধরতে চাই। সেজন্য মংমনসিংহের সকল নাগরিককে একত্রে কাজ করতে হবে। অপরাধ, অপসংস্কৃতি, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ময়মনসিংহ একটি বিশাল শহর এবং জনসংখ্যার অনেক। এই বিশাল জনসংখ্যার আজ সরকারের কাছে একটাই দাবি "ময়মনসিংহকে বিভাগ রূপে দেখতে চাই"। বর্তমানে বিভিন্ন কর্মকান্ডের জন্য আমাদেরকে ঢাকা যেতে হয়। কিন্তু ঢাকা ময়মনসিংহ যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। প্রতিদিন অনেক দুর্ঘটনায় অনেক লোক মারা যাচ্ছে। যার ফলে এ শহর সার্বিকভাবে উন্নতি করতে পারছে না। ময়মনসিংহকে বিভাগ করা হলে উপরিউক্ত সমস্যাগুলো আর থাকবে না। ময়মনসিংহকে বিভাগ ঘোষণা করা হলে বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য আমাদেরকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকা যেতে হবে না। একে বিভাগ ঘোষণা করা হলে এর নিরাপত্তা, শিক্ষা, বিনোদন, যোগাযোগ, যাতাযাত সকল ক্ষেত্রেই উন্নতি ঘটবে। ময়মনসিংহ শহরের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে ও তাকে সবার সামনে তুলে ধরতে এটি বিরাট ভূমিকা পালন করবে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তণ ঘটবে। বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ২০১২-২০৩১ সালের মধ্যে এ শহরকে আমরা বিভাগ হিসেবে দেখতে চাই। এর জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। সবাই মিলে একত্রে প্রচেষ্টা চালালে ২০১২-২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহকে আমরা একটি সুন্দর সুশৃঙ্খলা বিভাগ হিসেবে গড়ে তুলতে পারব। ২০১২-২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরকে আমরা এক নতুন রূপে দেখতে চাই। ময়মনসিংহের মানুষ আজ প্রতিনিয়ত যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেসকল সমস্যার সমাধান চাই। জানজট সমস্যার সমাধানে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সে সকল সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তার সমাধান চাই। নকলমুক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র চাই। অপরাধমুক্ত শিক্ষাঙ্গণ চাই, শিক্ষাঙ্গন যেন হয় রাজনীতিমুক্ত। ময়মনসিংহে যে সকল অসংরক্ষিত জায়গা রয়েছে সেগুলোর সংরক্ষণ চাই। সকল বিনোদন কেন্দ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা চাই। বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা প্রদানে এসকল সমস্যার সমাধান অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি চাই। রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালর্ভাট প্রভৃতির জন্য সুষ্ঠ পরিকল্পনা ব্যবস্থা চাই যা আমাদের জানজট সমস্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ময়মনসিংহ শহরের সার্বিক উন্নতি সাধনের জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। ২০১২-২০৩১ সালের মধ্যে এ সকল

সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান চাই। এই শহরকে সকলের জন্য বাসযোগ্য রাখতে চাই। ২০১২-২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহর এর সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি দেখতে চাই। মংমনসিংহের অর্থনৈতিক অবস্থার আরও উন্নতি চাই। এ কারণে ময়মনসিংহের কৃষি, পাট, মাছ, চিংড়ি প্রভৃতির চাষাবাদ বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ এগুলো ময়মনসিংহের অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ সকল ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ চাই। অর্থনৈতিক উন্নতি হলে অন্যান্য দিক থেকেও উন্নতি সাধিত হবে। ময়মনসিংহের ঐতিহ্য নকশীকাথাঁ বিভিন্ন কারুশিল্প প্রভৃতির উন্নতি ঘটিয়ে তা সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া যায়। যা অর্থনৈতিকভাবে আমাদের সাহায্য করবে। অর্থনৈতিক উন্নতির মধ্যে দিয়ে ডিজিটাল ময়মনসিংহ শহরের দিকে আমরা অনেকটাই এগিয়ে যাব। সকল ক্ষেত্রে যেমন চিকিৎসা, শিক্ষা, বিনোদন ইত্যাদিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদেরকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে। ২০১২-২০৩১ সালের মধ্যে এ শহরকে একটি সুশৃঙ্খলা শহর হিসেবে দেখতে চাই যা অর্থনৈতিকভাবে হবে সমৃদ্ধ। শিক্ষা, সাংস্কৃতি, চিকিৎসা, নিরাপত্তা সকল ক্ষেত্রে হবে উন্নত প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ। যা আমাদেরকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে পারে। ময়মনসিংহ শহর তার ঐতিহ্যে ও স্ব-মহিমায় সারাদেশে সুপরিচিত হবে এটাই আমাদেও সবার প্রত্যাশা। সবাই একত্রে কাজ করলে এই কাজ অসম্ভব বা কঠিন কিছু নয়। ২০১২-২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহকে একটি সুন্দর দূষণ ও অপরাধমুক্ত শহর হিসেবে দেখতে চাই। বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, অপরাধ, চাদাবাঁজি ইভটিজিং প্রভৃতি অপরাধমূলক কর্মকান্ডের অবসান চাই। তরুণ সমাজ যেন কোনো রকম অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত না হয়। অপরাধমুক্ত, সুশিক্ষত তরুণ সমাজ চাই যা শহরের সার্বিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করবে। তরুণ সমাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ এ শহরের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ২০১২-২০৩১ সালের মধ্যে এ শহরকে সকলের স্বপ্নের শহর হিসেবে গড়ে তুলতে এ সকল কর্মকান্ড অপরিহার্য। এভাবে ময়মনসিংহ শহর একটি সমৃদ্ধ নগর হয়ে উঠবে।

সর্বশেষে সকলের দাবির প্রেক্ষিতে সবার সাথে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই যে ২০১২-২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরকে একটি সুন্দর, সুশৃঙ্খল, রাজনীতির কোলাহল থেকে মুক্ত, অপরাধমুক্ত, সাংস্কৃতি, শিক্ষা প্রযুক্তি সকল ক্ষেত্রে উন্নত একটি বিভাগ হিসেবে দেখতে চাই যা বর্তমানে সকল ময়মনসিংহের নাগরিকের চোখের স্বপ্ন, মনের দাবী।